Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহিমা আক্তার

রোলঃ 227020312

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহিমা আক্তার

রোলঃ 227020312

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহিমা আক্তার, আইডিঃ 227020312 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “গীবত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

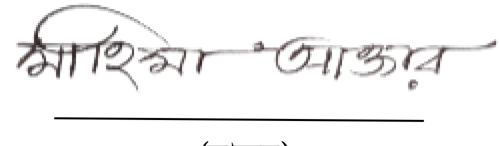

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মাহিমা আক্তার

আইডিঃ 227020312

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবত....................5

গীবতের সংজ্ঞা....................6

গীবত সম্পর্কে কুরআন....................6

গীবত সম্পর্কে হাদীস....................7

গীবতের শ্রেণীবিভাগ....................14

নাজায়েজ গীবতের দিক নির্দেশনা....................42

চোগলখোরী ও গীবত....................45

চোগলখোরি গীবতের চেয়ে বড় গুনাহ....................47

যে সব কারণে গীবত চর্চা হয়....................50

গীবতের ক্ষতি....................58

গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কিছু উপায়....................68

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত....................76

সাহাবায়ে কেরামের রীতি....................77

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম....................79

গীবতের কাফফারা....................79

রাসুলুল্লাহ সা.-এর ক্ষমা....................83

আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা....................85

আসুন আড্ডায় জান্নাত খুঁজি....................87

গীবত

গীবত অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ। গীবত এতটা খারাপ কাজ যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান রব গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর হাদীসে গীবতকে ব্যভিচারের চেয়ে ও খারাপ অপরাধ বলা হয়েছে।

'হাশরের ময়দানে বান্দাকে যখন উপস্থিত করা হবে এবং তার হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে, সে দেখবে সেখানে তার নামাজ, রোজা কিছুই লেখা নেই। কোনো নেক কাজই আমলনামায় দেখতে পাবে না।

সে তখন বলবে, "ইয়া আল্লাহ! এটা তো মনে হয় অন্য কারও আমলনামা! আমার তো ভালো আমল ছিল, এখানে সেগুলোর উল্লেখ নেই।"

ফেরেশতারা জবাব দেবে, "তোমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। বরং তোমার আমলগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, তুমি মানুষের গীবত করতে।'

- প্রখ্যাত তাবেয়ী সাইদ ইবনু যুবাইর (রহ.)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো যথাযথ ইসলামিক ধারণা না থাকার কারনে আজকাল গীবতকে আমরা নিত্যজীবনের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে ফেলেছি। ভাবছি অন্যজনের গীবত করতে পারলে তার অনেক ক্ষতি করতে পারলাম। আসলে অজ্ঞতার কারণে বুঝছি না যে, গীবত করে আমি নিজেই আমার ভালো আমলগুলো তাকে হাদিয়া দিয়ে, তার খারাপ আমল নিয়ে হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হবো। কাজেই গীবতের মত এত জঘন্য পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদের দরকার যথাযথ ইসলামের ধারণা।

গীবতের সংজ্ঞা

গীবত অর্থঃ গীবত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা, পরোক্ষ নিন্দা, পরচর্চা করা, কুৎসা রটনা করা, পিছে পিছে সমালোচনা করা, অন্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, গীবত বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে তা অপছন্দ করবে।

গীবত সম্পকে কুরআন

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَهُم
أخيه مينا فكر هتموهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِي

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থেকো, কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজুরাত: ১২)

لا يُحِبُّ الله الجهر بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظل

অর্থ: আল্লাহ মন কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা: ১৪৮)

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفوادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا .

অর্থ: তুমি এমন কোনো বিষয়ের পেছনে পড় না যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এ সবের প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

هماز مشاء بلميم

অর্থ: যে পশ্চাতে খুব দুর্নাম রটনাকারী, যে চোগলখুরী করে বেড়ায়। (সূরা কালাম: ১১)

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمرة

অর্থ: প্রভোক এমন ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে। (সূরা হুমাযা: ১)

গীবত সম্পর্কে হাদীস

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)رض (أَنْ رَسُولَ اللهِ)صعلم (قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتُّه .مسلم

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: তোমরা জান কি? গীবত কাকে বলে। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোন (দীনি) ভাই সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, সেটিই গীবত। তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, (হে আল্লাহর রাসূল) আমি যে দোষের কথা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাও কি গীবত হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যে দোষের কথা বল, তা তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকলে অবশ্যই তুমি তার গীবত করেছ। আর তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার এমন দোষের কথা বল, যা তার মধ্যে নেই; তাহলে তুমিতার উপর অপবাদ দিয়েছ। (মুসলিম)

শব্দার্থ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, أَتَدْرُونَ: তোমরা কি জান? مَا الْغِيِّبَةُ : গীবত কাকে বলে, টি: তারা বললো (সাহাবাগণ(الله وَرَسُوْلَهُ أَعْلَمُ) : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন, ১ট: তিনি বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ : তোমার কোন দীনি ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, بِمَا يَكْرَهُ : যা সে অপছন্দ করে, قِيْلَ: তাকে জিজ্ঞেস করা হলো
أَفَرَأَيْ : আপনার কি অভিমত, إِنْ كَانَ فِي أَخِي : যদি তা আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, مَا أَقُوْلُ : আমি যা বলি, ১ট: তিনি বললেন, كَانَ فِيْهِ : যদি তার মধ্যে থাকে, مَا تَقُوْلُ : যা তুমি বল, فَقَدِ اغْتَبْتَهُ : অবশ্যই তুমি তার গীবত : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ * যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, فَقَدْ بَهَتُّهُ: তবে তুমি তার উপর অপবাদ দিয়েছ।

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসখানায় গীবতের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অসাক্ষাতে কারো দোষ বর্ণনা করাকে গীবত বলে। কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন দুর্নাম করা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। তার মধ্যে উক্ত দোষ-ক্রটি থাকলে তা হবে গীবত। আর

তার মধ্যে তা না থাকলে তা হবে 'বুহতান' বা অপবাদ। যা গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। ইসলামী শরী'য়তে গীবত হারাম এবং কবীরা গুনাহ। অপর এক হাদীসে গীবতকে যেনার চেয়ে ভয়ংকর বলা হয়েছে। গীবত তথা পরনিন্দা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে এবং সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিড়ে ফেলে। পরকালেও এর শাস্তি হবে কঠোর। রাসূল (সা) বলেনঃ "যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলো:

কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল (ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আখাকা' (তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছো সে তোমার নিকটাত্মীয় না হলেও মূলত তোমার ভাই। (এক) তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন 'হযরত আদম (আ)। (দুই) তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী, তিনি হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আ)। (তিন) তুমি ও সে উভয়েই মুসলমান, আর সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে, অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত।

একদা মহানবী (স) বলেন :

الْغَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَرْأَ بِما فيه

"গীবত এই যে, তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষত্রুটি বর্ণনা করছো যা প্রকৃতই তার মধ্যে রয়েছে।"

সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মনে করতাম যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তার সাথে সেই দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। তিনি বলেন:

এটা তো মিথ্যা অপবাদ (আব্দ ইবনে হুমাইদের সূত্রে সুয়ূতীর আদ দূরদে মানসূর কিতাব)

দ্বিতীয় ঘটনা:

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুযুর (সা.) বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার মুসলমান ভাইযের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এম ভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযুর (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ নবী! আমি যা কিছু বলব, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বুহতান। (মুসলিম)

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার ভাই বলে ইঙ্গিত করেছেন, তোমরা যার গীবত করবে, যদিও সে তোমার সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ- প্রথমতঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতা হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয়তঃ তোমার এবং তার উর্ধ্বতন মাতা হযরত হাওয়া (আঃ); তৃতীয়তঃ তুমি এবং সে- মুসলমান। আর মুসলমান পরস্পরে ভাই। অতএব, প্রত্যেকেরই আপন ভাইয়ের গীবত হতে যথাশক্তি বেঁচে থাকা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় ঘটনা:

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হুযুর (সা.) বললেন, কোনো ব্যক্তি যেনা করার পর যখন ভাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

চতুর্থ ঘটনা:

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে. তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

পঞ্চম ঘটনা:

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ষষ্ঠ ঘটনা:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) চোগলখুরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

সপ্তম ঘটনা:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সা.) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবরদ্বয়ের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোনো কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখুরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

গীবত সম্পর্কে মনীষী বাণী:

ইমাম রাগিব বলেন: "বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করাই হলো গীবত।

ইবনে আছির (র) বলেনঃ

أَنْ تَذْكُرَ الْإِنْسَانَ فِي غَيْبَةٍ بِسُوْءٍ كَانَ فِيْهِ.

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার বদনাম করলে যদিও সে ত্রুটি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

الْغِيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ مِنْ وَرَائِهِ بِمَا فِيْهِ مِنْ عُيُوبِ يَسْتُرُهَا أَوْ
يَسُوءُ ذِكْرُهَا.

"তোমার কোন ভাইয়ের পেছনে তার এমন দোষের কথা উল্লেখ করা, যা সে গোপন রেখেছে অথবা যার উল্লেখ সে অপছন্দ করে। (আল-মু'জামুল ওয়াসীত)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন: "গীবত হলো কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনলে সে চিন্তাযুক্ত হবে, যদিও তা সত্য হয়। আর যদি তা মিথ্যা হয় সেটা হবে অপবাদ।"

আল্লামা কিরমানী (র) বলেন:
"গীবত হলো তুমি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললে যে কথা সে শুনলে তা অপছন্দ করবে, যদিও তা সত্য হয়।

গীবত, বুহতান, ইক সম্পর্কে আলোচনা:
গীবত:
ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান দোষ ত্রুটির সমালোচনা করাকে গীবত বলে।
বুহতান:
কোনো ব্যক্তির এমন দোষত্রুটি আলোচনা করা যা তার মধ্যে আসলেই নেই, তাকে আরবীতে বুহতান বলে যাকে বাংলায় বলে অপবাদ।
ইকফ:
ইফক অর্থ চরম মিথ্যা। কোন বিষয় শুনে কোনরূপ যাচাই বাছাই না করে বরং সঙ্গে সঙ্গে তা সবার কাছে বলে বেড়ানো। অর্থাৎ, মিথ্যা অপবাদ বা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রচার ও প্রসার করা।
গীবত ও বুহতানের পার্থক্য প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর একখানা হাদীস প্রণিধানযোগ্য:
"এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন গীবত কি? তখন রাসূল (সা) বললেন: এমনভাবে কথা বলবে, সে যদি তা শুনে তবে তা অপছন্দ করবে। লোকটি বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কথা যদি সত্য হয় তবুও কি গীবত হবে? তিনি জবাবে বললেন, তোমার কথা যদি ভিত্তিহীন হয় তাহলে তো তা 'বুহতান' অর্থাৎ মিথ্যা দোষারোপ হয়ে যাবে (যা গীবতের তুলনায় আরো অধিক অপরাধ)।" (মুয়াত্তা ইবনে মালেক)

মিথ্যা অপবাদের পরিণতি:

মিথ্যা অপবাদের কারণে উম্মুল মুমিনীন জননী আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং রাসূল ও উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কি চরম পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এরূস গুঞ্জনের কারণে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। বাণী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে সাথে ছিলেন মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)। পথিমধ্যে তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর প্রতি যেনার যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সে কারণে রাসূল ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। এমনকি মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে থাকেন। অথচ মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) তখনও এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পরে যখন তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের কথা উম্মে মিসতাহ্র নিকট হতে অবহিত হলেন, তখন তিনিও পাগল প্রায় হয়ে পড়লেন। বাঘের গলায় হাড় বিধলে যেমন অস্থির হযে দুটাছুটি করতে থাকে, তিনিও তেমনিভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র প্রমাণিত করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। অশ্রু জলে পবিত্র বুক ভিজতে থাকে এবং দুঃখে ও শোকে একাধিক রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে থাকেন। একদা রাসূল (সাঃ) তাঁর নিকট এসে বলেন, হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে এরুপ শুনছি। অতএব তুমি যদি এ বিষয়ে সভ্যই নির্দোষ হয়ে থাকো তাহলে মহান আল্লাহ তোমাকে পূত-পবিত্র যোষণা করবেন। আর যদি তুমি অপরাধী হয়েই থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা আল্লাহই একমাত্র ভাওবা কবুলকারী। একথা শুনে মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি অল্প বয়সী মেয়ে, কুরআন মাজীদও বেশী পড়তে পারি না। আল্লাহর কসমা আমি জানতে পারলরাম যে, আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন যা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। অতএব আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদেরকে বলি যে, যা শুনছেন তা সত্তা, তাহলে মহান আল্লাহ জানেন আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর একমাস পর মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতার সমর্থনে দশটি আয়াত নাযিল করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।' ফলে মদীনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আয়ে আয়ে পরিস্কার হয়ে উঠল এবং সেই কপোর্ট

মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচিত হল। এই অপবাদের ঘটনা সহীহ আল-বুখারীসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত হযেছে।'

উক্ত অপবাদের কারণে মিসতাহ বিন আঘাযাহ, হাসান বিন ছাবেত ও হামনাহ বিনতে জাহাশকে দণ্ডায়িত করা হয়েছিল, প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। যদিও এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মূল হোতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন মানুল, তবুও তার উপর দণ্ডারোপ করা হয়নি। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, দুনিয়াতে শান্তির বিধান কায়েম করনে হয়ত পরকালীন শাস্তি হালকা হয়ে আসতে পারে। আর মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

গীবতের শ্রেণীবিভাগ

গীবতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাকে ছয় ভাগে করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

গীবতের প্রথম ভাগ তিন প্রকার।

১. মুসলমানের গীবত:

কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম।

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন-"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"

সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

২. যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবত:

যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই। সম্মানাই হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম। দোররে মোখতারসহ অন্যান্য ফেকাহ গ্রন্থে এ মাসআলা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৩. হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত:

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্ত নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে।

প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় ভাগ

মৃতদের গীবত:

জীবিতদের যেমন গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

* হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশা করেন, مات أخذكم فدعوة ولا تفعوا
০ فيه তাকে ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না। তোমাদের কেউ মারা গেলে

-(আবু দাউদ- কিতাবুন বিররে ওয়াসসেলাহ)

"হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

تسبوا الموتَى فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا مَا قَدَّمُوا

মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা, তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে।

(কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব)

"হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

اذْكُرُوا مَحَاسِنُ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

তোমরা মৃতদের সদগুণসমূহ আলোচনা কর, তাদের মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাক। (আবু দাউদ)

*হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

لا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْثُمُوا وَإِن يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيهِ

তোমরা নিজেদের মৃতদের সদগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট।

-(এহইয়াউল উলম)।

মৃত্তদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসঞ্চষ্ট হয়। এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন: হে বাক্তি৷ এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تَذكَّرُوا موتاكم إلا بخير فإنهم أن يكونوا من أهل الجنَّةِ تَأْثَمُوا وَإِن يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيهِ

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট' (ইয়া উলুমিদ-দীন)।

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াযীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ।

অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (র) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন। 'মাতালিবুল মুমিনীন' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তবে নীরবতা অবলম্বনই উত্তম।

আমরা ভালোমত লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো, মৃতদের দ্বারা জীবিতরা ও উপকৃত হতে পারে। যেমন: তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ

মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাদীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলুমিদ-দীন)।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্থানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিজ জীবিতরা এর বিপরীত। -(এহইয়াউল উলূম: কিভাবুল আমওয়াত)

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগের গীবতও দুই প্রকার।

১. বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ডকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

২। পাগলের গীবত:

যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে নিজের জবানকে বিরত রাখাই উত্তম।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগের গীবতসমূহ ছয় প্রকার।

যথা:

১। দৈহিক কাঠামোর গীবত:

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক বাক্তি খুবই স্থুলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার হাত কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন, মৃতের গোশত হারাম করেছেন, তেমনি কোন মোমেনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গীবতও হারাম করেছেন। (তাফসীরে দোররে মনসূর)

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা:

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, সে কালো। অতঃপর বললেন, আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি। সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনা:

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে। -(আবু দাউদ-বাবুল গীবত)

তৃতীয় ঘটনা।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি কৃরতে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন –

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَم عسى أن يكونوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِما من يتكن خَيْرًا مِنْهُنَّي أن

মামেনগণ! কোন পুরুষ কোন পূরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবত: পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অনা মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম।

চতুর্থ ঘটনা:

হযরত নূহ (আঃ) চার চক্ষু বিশিষ্ট একটি কুকুর দেখতে পান এবং চার চোখ বিশিষ্ট হওয়াকে সেটির বিশ্রী হওয়া ভেবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। আল্লাহর হুকুমে কুকুরটি বলে উঠে, ওহে নূহা আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এরূপ বানিয়েছেন। যদি আমার বানানোটা আমার এখতিয়ারেই থাকত, তা হলে আমি কুকুরই বা হব কেন? কুকুরটির কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরে ভীষণ ভয় সঞ্চারিত হয়। তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি এবং বিলাপ করেন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নূহ- অত্যধিক কান্নাকাটি এবং বিলাদকারী। (হাকায়েক গ্রন্থ হতে নুযহাতুল মাজালেস-আদব অধ্যায়)

পঞ্চম ঘটনা:

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গী সাথীদের সাথে দখ চলছিলেন। চলার পথে তাঁরা দুর্গন্ধময় একটি মরা কুকুর দেখতে পান। এ মরা কুকুরের গন্ধ তাঁর সঙ্গী সাথীদের খুবই অপছন্দ হয়। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, কুকুরটির দাঁতের শুভ্রতা কেমন ভাল লাগছে, যেন অন্ধকারে ভোরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কথা বলে তিনি সঙ্গীদের ইঙ্গিত করেছেন, তোমাদের উপর তাজ্জব হলাম। তোমরা কুকুরটির দোষ তো দেখতে পেলে, কিন্তু সেটির সুন্দর দিকটা দেখলে না

ষষ্ঠ ঘটনা:

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক বাক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে স্থূলকায়, তাই আসতে দেরী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন।

উপরে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন- কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। (তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার)

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা

করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুই সুন্দর, শুধু আমাদের মানুষিক দৃষ্টিভঙ্গিটা সুন্দর করার প্রয়োজন।

পোশাক পরিচ্ছদের গীবত:

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন- এরূপ বলা, অমুক অভ্যন্ত কৃপণ, 'কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন- রেশমী কাপড় অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে ওরনা পড়ে থাকে যে, তার সত্তর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, দৃষ্টিকটু লাগে, অথবা অমুক মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সত্তর দেখতে দায়- এসবই গীবত। নিয়ে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ 'করেন, আযেশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার খুথু ফেলা আবশ্যক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

উপদেশ বাণী:

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক বাক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে' (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত:

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশভালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

ليين لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই' (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে ভালো বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত:

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা- সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অভান্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্ত্রীর কথামত চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা ও গীবত।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে 'গীবত, এর সমর্থনে নিয়ে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা:

আরবে রীতি ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতেপাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তাআলার 'দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট

নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দেয়।

(তাফসীরে দূররে মনসূর- জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

দ্বিতীয় ঘটনা:

কোন কোন সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন, সে অভ্যন্ত দুর্বল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ।

তৃতীয় ঘটনা:

একবার কোন কোন সাহাবী এক লোকের আলোচনায় বললেন, সে এক আজব মানুষ, কেউ তাকে খাওয়াল তো. খেন, কেউ বাহনে আরোহণ করাল তো আরোহণ করল, কিন্তু নিজে কোন প্রকারে উপার্জন করতে পারে না। এ আলোচনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচক সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রকৃত দোষ প্রকাশ করাও কি গীবত? তিনি এরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্য কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনাই যথেষ্ট।
(আততারগীব ওয়াততারহীব)

চতুর্থ ঘটনা:

এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে কিছু গোশত চেয়ে পাঠান। জবাবে তিনি বলে পাঠালেন, তোমরা কি পরিতৃপ্ত হয়ে মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করনি? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমরা তো তাকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, সে দুর্বল, আমাদের সেবা পরিচর্যা করতে পারে না। এ কথায় রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এও বলবে না। কারো ন্যূনতম মন্দ বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করবে না।

এ ঘটনা ইমাম তিরমিযী (রঃ) নাওয়াদেরুল উসূল গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাফসীরে দূররে মনসূরে উদ্ধৃত করেছেন।

পঞ্চম ঘটনা:

একদিন হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর গীবত করে- তাঁর খাওয়া শোয়ার অবস্থা বর্ণনা করে।

ولا يغتب بعضكم بعضا

"তোমরা একে অন্যের গীবত করো না।"

এ আয়াত থেকে গীবত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

(ইবনে জোরায়জের সূত্রে তাফসীরে দূররে মনসুর)

উপদেশ বাণী:

ইমাম গাযযালী (রহ) কোন এক ওয়াজের মজলিসে বলেছিলেন: চারটি বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে পারনে চারটি মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায়। যথা:

(১) হিংসা থেকে বিরত থাকতে পারলে, আত্মপীড়ন থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(২) কুসংসর্গ থেকে বিরত থাকতে পারলে, লোক নিন্দা থেকে বাঁচা যায়।

(৩) গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(৪) এবং ধন-সম্পদ সঞ্চয় থেকে বিরত থাকতে পারলে দরিদ্র জনগণের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ইবাদতে গীবত:

অমুক ভালভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রোযা আদায়ে ক্রুটি করে। অথবা মাকরুহ ওয়াক্তে নামায আদায় করে- এসব বলা এবাদত সম্পর্কিত গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে। আপনি তাঁকে ডাকিযে আমার ইনসাফ করুন। রাহমাতুল লিলআলামীন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন- আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে-তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ক্রুটি করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ক্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠা তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার। থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন। (এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ সড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি, তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

গোনাহের গীবত:

অমুকে যেনা করেছে, গীবত করেছে, অথবা সে অভ্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, অন্তরে সীমাহীন শত্রুতা রাখে, অথবা সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, অমুক মা-বাবাকে অভ্যন্ত কষ্ট দেয়, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অথবা অমুক ব্যক্তি কটুভাষী, অশ্লীলভাষী, অমুক সর্বদা মদ পান করে, অধিকাংশ সময়েই চুরি করে- কারো সম্পর্কে এরূপ বলাও গীবত।

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের

ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আন্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অভান্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর-জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ঠ বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহা আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী সাখরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়ার্ড এবং পাখরের উপর অসচেষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুদ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।

-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নামাযেস: আইযামু লবীম অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা:

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা এবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিন্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খায়া হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

তৃতীয় ঘটনা:

হযরত শেখ সাদী (রঃ) একদিন ওস্তাদের নিকট নিবেদন করবেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালালা তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব:

আহলে সুন্নত ওয়াল আমাআতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম বাতীত কেউই মাসুম-নিষ্পাপ নন। অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের নিষ্পাপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। প্রত্যেকের মাঝেই একটা না একটা দোয় রয়েছে।

ভাই আমাদের সবার উচিত গীবত থেকে নিজেকে সংযত রাখা।

পঞ্চম ভাগ

এ ভাগের গীবত চার প্রকার-

সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত

প্রথমতঃ কারো নাম করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, ভার গীবত করা, দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন-কেউ খোঁড়া হলে হটিতে ভার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ বোবা বা তোতলা হলে তার অনুকরণ করা, কেউ অহংকারবশতঃ সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা, কেউ কথা বলতে ঘাড় বা হাত হেলাতে অভ্যস্ত হলে নিজেও তার মত করা, এ সবই অনুকরণজনিত গীবত। অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ما أحب إلي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করি না, যদিও আমার অনেক কিছু লাভ হয়।

-(তিরমিযী হতে মেশকাত)

ইঙ্গিতে গীবত

প্রকাশ্যে অথবা নাম না সিযে কারো গীবত করা হল না বটে, কিরু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা-- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হযে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ

ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

উপহাসমূলক গীবত:

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিচে মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আমলে বলা- আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা-আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য, মানুষ, আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা- অহংকার খুবই খারাপ, উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত বাক্তি অহংকারী। অথবা বলা দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা- ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

ষষ্ঠ ভাগ:

এ ভাগের গীবত পাঁচ প্রকার।

তারমধ্যে একপ্রকার হচ্ছে মুখে গীবত করা। মুখে গীবত সম্পর্কে, কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত

করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। (তাফসীরে দোররে মনসুর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ। (তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

কানের গীবত

গীবত করা কবীরা গোনাহ। এটি হারাম। তাই এটি শোনাও হারাম। কারণ যে কাজ করা হারাম। সে কাজ করতে সহযোগিতা করাও হারাম।

কারণ যে শুনছে, সে যদি না শুনতো, তাহলে গীবতকারী গীবত করতে পারে না। যদি যে শ্রোতা সে যদি বাঁধা দেয়, তাহলে গীবতকারী গীবত করতে পারে না। তাহলে শ্রোতা শোনার দ্বারা গীবতকারীকে গীবতের মত কবীরা গোনাহ করতে সহযোগিতা করছে। আর গোনাহের সহযোগিতা করাও নিষিদ্ধ। তাই উভয় কাজই নিষিদ্ধ ও হারাম।

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ]٤٩:١٢[

তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী,পরম দয়ালু। [সূরা হুজুরাত-১২}

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]٥:٢[

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদা-২]

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ]٦:٦٨[

যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়,যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। [সূরা আলআনআম-৬৮]

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا]٤:١٤٠[

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। [সূরা নিসা-১৪০]

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :»مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে, তখন সে তা হাত দিয়ে বাঁধা দিবে, যদি সে এতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখ দিয়ে বাঁধা দিবে,

আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে মন ঘৃণা করবে, আর এটা দুর্বল ঈমানের আলামত। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯]

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-

ترا آنکه چشم و دین داد و گوش اگر عاقلی در خلافش مکوش সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنتَ فِي مَلَا :فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِيرًا والقرم

رَاجَرًا ثُمَّ ثُمَّ عَنْهُمْ

যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী। এবং গীবত করা একই রকম।

অন্তরের গীবত

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া, যেমন- কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট

বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

এ সম্পর্কে নিয়ে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সূক্ষতত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

জনৈকা রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা। তুমি তার গীবত করলে। (বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিপ্ত হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈলা এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক স্কুলে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, এরা সেইসব লোক যারা দুনিয়াতে হাত ও নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত। (আতভারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তার প্রতি ইঙ্গিত করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।"

কলম দ্বারা গীবত

কারো দোষক্রুটি, নিন্দাবাদ চিঠিপত্রে লেখা, দোষ বর্ণনা ইত্যাদি সবই কলমের গীবত।

যে সমস্ত কারণে গীবত করা বৈধ হয়:

امور تباح فيها الغيبة الأصل في الغيبة التحريم للأدلة الثابتة في ذلك، ومع هذا فقد ذكر النووي وغيره من العلماء أمورا سنة تباح فيها الغيبة لما فيها من المصلحة؛ ولأن المجوز في ذلك عرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল প্রমাণ থাকায় গীবত মূলত হারাম। তবে ইমাম নববী রাহ সহ অনেক উলামায়ে কেরাম ছয়টি বিষয়ে গীবতের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন মুসলিহত ও হেকমত থাকর ধরুণই উলামায়ে কেরাম মূলত এ অনুমতি দিয়ে থাকেন। শরীয়ত অনুমোদিত কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই রুখসত প্রদান করা হচ্ছে,কেননা গীবত ব্যতীত এই উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া প্রায়-ই অসম্ভব।

এক. কারো অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গীবত বৈধ হবেঃ

সমাজ-পরিবার কিংবা অফিসের কোনো খারাপ ব্যক্তি যার দ্বারা কেউ কিংবা কোনো কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে; এমন স্বভাবের ব্যাপারে ব্যক্তির অবর্তমানে অন্যদের কাছে তার নেগেটিভ দিক নিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে যে গীবত হবে, তা জায়েয।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন-

একদিনের ঘটনা। আমি নবীজির খেদমতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে দেখলাম, সামনে থেকে এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তায় থাকাকালীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের

নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা রাদিআল্লস্ব আনহা বলেন, এ-কথা শুনে আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম; কারণ দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তারপর লোকটি যখন মজলিসে এসে বসল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে স্বভাব অনুযায়ী সদাচরণ করলেন।

জালিমের জুলুম থেকে বাঁচতে বিচারকের নিকট জালিমের বিরুদ্ধে নালিশ/গিবত করা বৈধ। যেমন মজলুম ব্যক্তি বিচারকের নিকট গিয়ে বলল, অমুক বাক্তি আমার উপর জুলুম-নির্যাতন করেছে এবং আমার সাথে সে এমন এমন ব্যবহার করেছে। আমার অমুক অমুক জিনিষ সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

দুই, যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়।

কারো উপর কোনো ধরনের আক্রমণ আসতে পারে এমন অবস্থায় অপরের দোষ বর্ণনার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন আপনি দেখলেন, একজন আরেকজনকে খুন বা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় আপনি চোখ বুজে থাকতে পারবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিতে হবে, তোমার জীবন হুমকির সম্মুখীন-এতে সে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত বৈধ হবে।

তিন, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত।

প্রকাশ্যে কেউ পাপাচার করলে বা বিদআতে লিপ্ত থাকলে তার ভ্রান্তির ব বলা। যেমন প্রকাশ্যে মদপান করলে, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে, জোরপূর্বক ট্যাক্স বা চাঁদা আদায় করলে, অন্যায়ভাবে যাকাত ইত্যজি উসুল করলে, অন্যায় কাজের নেতৃত্ব করলে কেবল তার সে প্রকাশ্য অন্যাংকে কথা উল্লেখ করা বৈধ হবে।

এক হাদিসে এসেছে, হাদিসটির সঠিক অর্থ অনেকেই উদ্ধার করতে পারে। হাদিসটি হলো : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

لا غِيبَةً لِفَاسِقٍ ولا مجاهر

অর্থ: ফাসেক ও প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত করলে তা গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে না।২০

হাদিসটির অর্থ অনেকে উল্টো করে থাকেন। তাদের ধারণা কবিরা গুনাতে লিপ্ত ব্যক্তির অথবা বেদয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির গীবত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আলোচনা করা যাবে। এতে কোনো গুনাহ নেই, এটা জায়েয হবে।

মূলত হাদিসটির অর্থ এটা নয়; বরং হাদিসটির মর্মার্থ হলো, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে।

চার.মুসলিমদের খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেওয়া

এটা কয়েকভাবে হতে পারে-

ক. হাদিসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি রয়েছে যাচাই-বাছাই করে তা বলে দেওয়া। উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা বিবেচনায় ওয়াজিব। সাক্ষীর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ বৈধ; বরং প্রয়োজনবশত এরূপ করা অত্যাবশ্যক।

খ. কোনো ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্যে, কোনো ব্যবসায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্যে, কারো সাথে লেনদেন করার মানসে, অথবা কারো প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে পরামর্শ চাওয়ার উদ্দেশ্যে সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা; বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ত্রুটি থাকবে সব ব্যক্ত করে দেওয়া।

পাঁচ. দৈহিক ত্রুটির পরিচয় দেওয়া।

কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোনো দৈহিক ত্রুটির বর্ণনা করে পরিচয় দেওয়া বৈধ। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, ট্যারা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেওয়া বৈধ। তবে কাউকে হেয় করা বা অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার হারাম। এসব ত্রুটির বর্ণনা ছাড়াই কোনোভাবে পরিচয় দিতে পারলে তা-ই উত্তম।

(ছয়) মন্দকে পরিবর্তন করতে এবং গোনাহগারকে নেকির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কারো গীবত করা।

যেমন এমন কারো কাছে গিয়ে গিবত করা, যে ব্যক্তি ঐ মন্দকাজ সম্পাদনকারীকে ধমক দিতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শর্ত এই যে, মন্দকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যই থাকতে হবে। উদ্দেশ্য যদি অন্য কিছু হয় তখন কিন্তু গীবত করা জায়েয হবে না বরং হারাম হবে।

(সাত) ফাতাওয়া চাওয়ার সময় কারো গিবত করা।

এভাবে যে, কেউ কোনো মুফতী সাহেবের নিকট গিয়ে বলল, আমার উপর আমার বাবা, ভাই জুলুম-নির্যাতন করতেছে। আমার উপর তাদের এমন জুলুম করার কি কোনো অধিকার আছে? এখন কিভাবে আমি তাদের জুলুম নির্যাতন থেকে নাজাত পেতে পারি এবং নিজের অধিকারকে আদায় করে নিতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রয়োজনের খাতিরে এমনটা জায়েয। তবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হলো, নাম ঠিকানা নির্দিষ্ট না করে এভাবে বলা যে, এক ব্যক্তি অন্যজনের সাথে এমন আচরণ করছে কিংবা একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এমন এমন আচরণ করছে। তখন কাউকে নির্দিষ্ট করে পরিচয় প্রদান ব্যতীত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট করে কারো পরিচয় প্রদান করাও জায়েয আছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত হিনদাহ রানি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে নিতা স্বামী আবু সুফিয়ান রাযি এর নামে নালিশ করে বললেন, যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপন লোক। রাসূলুল্লাহ সাঃ তখন তার এমন নাম উল্লেখ-কে বাধা প্রদান করেননি।

এটা পাঁচ ভাবে হতে পারে। যথাঃ-

(১) হাদীসের রীদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এমনকি শরীয়তকে বাঁচানোর জন্য এটা ওয়াজিব পর্যায়ের।

(২) বিয়ে-শাদীতে কোনো এক পক্ষের খোঁজ নিতে গিযে মাশওয়ারার সময় কারো সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেয়া।

(৩) ক্রেতাকে অজ্ঞাতবশত কোনো দোষণীয় জিনিষ ক্রয় করতে দেখলে, তখন তাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। বিক্রেতাকে কষ্ট দেয়া বা ফাসাদ সৃষ্টি করার মনোভাব থাকলে তখন জায়েয হবে না।

(৪) যদি কেউ দেখে যে একজন ফকিহ কোনো এক ফাসিক বা বিদাতি লোকের নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছে, তাহলে নসিহতের উদ্দেশ্যে ঐ ফকিহকে বাস্তব হাল সম্পর্কে জ্ঞাত করা উচিত। (৫) যদি কোনো ব্যক্তির উপর কারো অভিভাবকত্ব থাকে, কিন্তু সে কোনো কারণে ঐ ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করে ওকে শাসন করতে পারে না, এমতাবস্থায় সে তার অভিভাবক (অর্থাৎ ঐ অভিভাবকের অভিভাবক) এর নিকট প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।

(নয়)পরিচয় দিতে গিয়ে গিবত করা জায়েজ

যেমন যদি কেউ কোনো লকব দ্বারা প্রসিদ্ধ থাকে, যেমন আ'মশ, আ'রাজ, আযরাক, কাসির, আ'মা আকতা' ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা কারো পরিচয় প্রদান জায়েয রয়েছে। কিন্তু কাউকে ছোট করার জন্য তার এ সমস্ত লকব ব্যবহার করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ যদি এগুলো ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ঐ ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে, তাহলে সেটা দ্বারাই পরিচয় করিয়ে দেয়া উত্তম হবে। (আল-মাওমু'আঙুল ফেকহিয়্যাহ-৩১/৩৩৫)

১০.লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত বৈধঃ

কোনো ব্যক্তি কোনো দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশ্যে তার গীবত বৈধ যে লোকেরা জেনে ফেলছে; এ ভয়ে সে উক্ত দোষ পরিহার করবে।

একদা এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন যাও, ধৈর্য ধরো। অতঃপর সে দুই

বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার জিনিস-পত্র রাস্তায় ফেলে রাখো।' অতঃপর সে তার জিনিস-পত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে

লাগল। সে তাদের তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকল। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগল আল্লাহ তোমার এরূপ এরূপ করুন।' তার প্রতিবেশী তার নিকট এসে বলল, তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ থেকে এরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখবে না।তবে কাউকে হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, লজ্জা দিয়ে কারো গীবত করা হয়; তবে তা হারাম। ইসলামের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এখানে সমাধানের জন্যে শরিয়াহ আপনাকে ছাড় দেবে, কিন্তু কারো সম্মান কিংবা মানহানির উদ্দেশ্যে কোনো অরাজকতা, সমালোচনা, বা গীবতের জন্যে ইসলাম আপনাকে ছাড় দেবে না। হ্যাঁ, এটাই ইসলাম। আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

নাজায়েজ গীবতের দিক নির্দেশনা

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে বাক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ। গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে

বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন:

ولا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فكر هتموه

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে' (সূরা হুজুরাত: ১২)।

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা বললো, হে আল্লাহ রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন: তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক' (ইবনে আবিদ দুনয়ার সীরাতে আহমাদিয়া)।

الغيبة أشد من ثلثين زنة في الإسلام

'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লত্রে অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

এক কালের বলখের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা বাক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

কাব ইবনে আহবার (রা) বলন, আমি আগেকার নবীগণের কিভাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি: গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার ভার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত

করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে" (ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারুক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং

মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ (ইয়াহইয়ায়ে উলূমিদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (তারগীব তারহীব)। কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়ার সঙ্গে ভুলনা করেছেন।

চোগলখোরী ও গীবত

মারাত্মক গোনাহের নাম-'চোগলখোরি।' এটি গিবত থেকেও জঘন্য।

আরবি ভাষায় এর নাম 'নামিমাহ' نَمِيْمَةٌ। অর্থ, চোগলখোরি। পরিভাষায়, দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া বাধানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের কাছে গিয়ে বলাকেই চোগলখোরি বলা হয়।

অর্থাৎ নিজের আত্মিক আনন্দের জন্য অন্যের ক্ষতি সাধনের লক্ষে তার দোষ অন্যের কাছে বর্ণনা করার নাম চোগলখোরি। শ্রবণকারী শ্রবণের পর তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। আর যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয়, তখন চোগলখোর বেশ খুশি হয়। উল্লেখ্য, বর্ণনাকৃত দোষটি বাস্তবেই ওই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাক বা না যাক শ্রবণকারী যেনো তাকে কষ্ট দেয়। বিষয়টি এভাবেও বোঝা যেতে পারে, কেউ আপনার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে আপনার দোষ-ত্রুটি আপনার শত্রুর কাছে বর্ণনা করলো। বর্ণনা শুনে আপনার শত্রু আপনার ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লাগলো। ক্ষতি যখন সাধিত হলো, চোগলখোরের উদ্দেশ্য হাসিল হলো, তখন সে আনন্দিত হলো। এটাই হলো চোগলখোরি। পক্ষান্তরে গিবত বলা হয়, কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়াই যে কারো কাছে কারো দোষচর্চা করা।
গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরী তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ। কেননা ইসলাম যে ধরনের একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে সেই সমাজে চোগলখোর ও গীবতকারীর কোন অস্তিত্ব নেই।

চোগলখোরী এক বিরাট অপরাধ এর পরিণতি জাহান্নাম।

মোদ্দাকথা হলো, উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো, গিবত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাউকে অন্যের নিকট মন্দরূপে উপস্থাপন করা। পক্ষান্তরে চোগলখোরি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাউকে কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা, তার ক্ষতি করা।

কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ চোগলখোরী সম্পর্কে বলেন।

همماز مشاء بلميم

"যারা লোকদের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন, চোগলখোরী করে বেড়ায়।"

-সূরা: কলম- **১১**

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ নামীমাহ বা চোগলখোরী সম্পর্কে বলেন:

অনুচ্ছেদ: চোগলখোরী কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু আব্বাস রযিআল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার কোন প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে বের হলে সেখানে দুজন লোকের শব্দ শুনতে পেলেন। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। নাবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদের এ শাস্তি বড় কোন কাজের জন্য নয়। তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব খুব মারাত্মক। দু'জনের একজন প্রস্রাব হতে পর্দা তথা সতর্ক থাকতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। -(বুখারী ২য় খণ্ড ৮১৪. পৃষ্ঠা)

চোগলখোরি গীবতের চেয়ে বড় গুনাহ

কুরআন ও হাদিসে চোগলখোরির অনেক নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটা গিবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, গিবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না, যার দোষচর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকেনা।পক্ষান্তরে চোগলখোরির মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষচর্চা করা হচ্ছে, তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। সুতরাং এটি দুটি গোনাহের সমষ্টি। একটি হলো গিবত। দ্বিতীয়টি হলো মুসলনা। স্নাতকে কষ্ট দেয়ার নিয়ত। তাই কুরআন ও হাদিসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারী করা হয়েছে। কুরআনে কারিমে চোগলখোরির পরিচয় বর্ণনান্তে বলা হয়েছে-

هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ.

'অর্থাৎ যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বর্ণনা করে।'(বুখারী)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (কিতাবুল আদব)

এহয়াউ উলুম গ্রন্থে রয়েছে-

عَذَابُ الْقَبْرِ ثُلُثٌ مِنَ الْغِيْبَةِ وَثُلُثٌ مِنَ النَّبِيّمَةِ وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ.

তিন কারণে কবরে আযাব হয় এক তৃতীয়াংশ গিবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরির কারণে, এক তৃতীয়াংশ প্রস্রাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে।

عل ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ألا أنبئكم ما العضة هي النميمةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ رواه مسلم

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রবিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না- আযহ কি? তা হচ্ছে চোগলখোরী অর্থাৎ মানুষের মাঝে মিথ্যা কথা ও অপবাদ খড়ানো। -মুসলিম, রিয়াযুস সলিহীন ১৫৩৮ নং হাদীস।

ألا أخبركم بشراركم المشاءون بالنميمة والمُفْسِدُونَ بين الأجية رواه أحمد

আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? ভারা হলো, চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক।- মুসনাদে আহমাদ

তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়, ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়। ভবারানী মু'জামুল ওয়াসীত ও সগীর ইমাম বুখারী তার আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا :بلى
قال :الذين إذا رَؤُوا ذكرَ اللَّهُ أَفَلَا أَخْبِرُكُمْ بترارکم قالوا :بلى قال :المشاءون بالنميمة
المفسدون بين الأجنة الباعون البراء العنت رواء البخاري في أدب المفرد وحسنه الألباني

আসমা বিনতু ইয়াযীদ রযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যেকার নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দিবো না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং ভাল লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।

-বুখারী আদাবুল মুফরাদ, আল্লামা আল-বানী হাদীসটি হাসান বলেছেন, সহীহ আদাবুল

মুফরাদ হাদীস নং ২৪৬/৩২৩ পৃষ্ঠা ১৭

عل ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول :النميمة والشتيمة والحمية في النار وفي لفظ :إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم رواه الطبراني

ইবনু উমার রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'চোগলখোরী গালিগালাজ ও আভিজাত্যের দম্ভ (যারা এসব কাজে শিপ্ত তারা) আহান্নামে যাবে।"

অপর বর্ণনায় আছে, 'চোগলখোরী ও হিংসা জাহান্নামের উপযোগী এবং এদুটো কোন মুসলিমের অন্তরে একত্রে অবস্থান
করতে পারে না।"
-তবারানী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩য় খণ্ড ১৪৮০ নং হাদীস।

عن أبي برزة رضي الله عنه قال :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم يقول :»ألا إن الكذب يسود الوجه، وَالنَّمِيمَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

আবু বুরযাহ (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: "আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! মিথ্যা কথা মানুষের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে আর চোগলখোরী কবর আযাবের কারণ হয়ে যাবে।"

-আবু ইয়ালা, তাবারানী, ইবনু হিব্বান, বাইহাকী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩য় খণ্ড ১৪৮১।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় বুঝা গেল চোগলখোরী এক জঘণ্য অপরাধ এবং এর পরিণতি জাহান্নাম। বিধায় সকল মু'মিন' মুসলিমদেরকে এ অপরাধ হতে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন

যে সব কারণে গীবত চর্চা হয়

'আমল বিনষ্টকারী নেকী ভক্ষণকারী গীবত হতে বাঁচতে হলে যে কারণে গীবত সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করে পরিহার করতে হবে। এজন্য তার উৎসর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে, তার মধ্যে কিছু কারণ

নিচে বর্ণিত করা হল:

১। ক্রোধ/ হিংসা কারণে গীবত:

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একে অপরের দোষচর্চা করা। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরণিন্দার

অন্যতম কারণ।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :ليس

الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَب

আবু হুরাইরা রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রকৃত বলবান ও বীরপুরুষ সে নয়, যে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। প্রকৃত বীরপুরুষ হলো সেই বাক্তি, সে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে (ক্রোধ দমন করতে পারে)। -বুখারী হাদীস নং ৫৬৭৪।

আবু হুরাইরা রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদনি একলোক নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলো, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি বার বারই নসীহত করার জন্য (নাবী

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরয করতে লাগলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রত্যেকবারই বলতে থাকেন, রাগান্বিত হয়ো না। -বুখারী হাদীস নং ৫৬৭৬।

অন্যের দেখাদেখি গীবতে জড়িয়ে পড়া:

মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে ভাল না মিলাই ভবে সে অসচেষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

বিবাহিত বোনেরা অনেক সময় নিজের স্বামীর দোষ মা, বোন অন্যদের সামনে বলে থাকেন।
তার নামে কথা লাগানো এক প্রকার গীবত। এইটাও আমরা অন্যের দেখাদেখি নিজের স্বামীর নামেই অন্যজনের কাছে গীবত করা শুরু করি।
তাই আমাদের জবানকে সতর্ক করা উচিত।

চলুন মনে যতো কষ্ট সব আল্লাহকে বলি আমরা।

ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'। সূরা ফুরকান আয়াত ৭৪

এই দুআটা বেশী বেশী করবেন।

আল্লাহ আপনার সঙ্গীকে আপনার মনের মতন করে তুলবেন ইনশাআল্লাহ।

ধারণা করা থেকে গীবত:

অহেতুক চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক বাক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষা দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

আবূ হুরাইরা রযিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না; পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করো না; যোগাযোগ বন্ধ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি এখানে। এই বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবেন না। বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও 'আমালের প্রতি আর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, দিদ্রান্বেষণ করো না, দোষ অনুসন্ধান করো না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল।

অপর বর্ণনায় আছে, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করো না, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করো। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে। -মুসলিম, রিয়াযুস সলেহীন ১৫৭০ নং হাদীস।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য গীবত: কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে

বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

মুযাবিয়াহ রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তুমি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধানে লেগে যাও, তবে তুমি তাদেরকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। অথবা তাদেরকে ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলার- উপক্রম করবে। -হাদীসটি সহীহ; আবু দাউদ।

ক্রোধের কারণে গীবতের প্রতিকার:

ফকীহ আবুল লায়স (রঃ) বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ বলেছে। এরূপ অবস্থায় তোমার উপর ছয়টি বিষয় অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ এ চোগলখোরের কথা অন্য কারো নিকট বিবৃত্ত করবে না। সে চোগলখোরী করেছে, এমন কথাও বলবে না, তা হলে এও গীবত হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছে- অমুক তোমাকে গালিগালাজ করে, ভালমন্দ বলে, তার দোষত্রুটি অন্বেষণে লেগে পড়বে না। কেননা, কোরআন করীমে অন্যের দোষ অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় বা মন্দ বলে বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কেননা, কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ খুবই দূষণীয়। চতুর্থতঃ যে তোমাকে বলেছে, অমুক তোমাকে গালি দেয়, মন্দ বলে, সে চোগলখোর। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তার প্রতি মনে অসন্তুষ্টি পোষণ করবে। কেননা, চোগলখোরী একটা জঘন্য গোনাহ। আর গোনাহগারের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ ওয়াজিব। তার থেকে দূরত্ব অবলম্বন জরুরী। পঞ্চমতঃ যে গালি দেয়ার, মন্দ বলার কথা তোমার কাছে বলেছে, তাকে নিষেধ করবে যেন এরূপ না করে। ষষ্ঠত: উক্ত চোগলখোরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, চোগলখোর ফাসেক- পাণাচারী, তার সংবাদের কোন গুরুত্ব বা নির্ভরযোগ্যতা নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

একদিন হযরত ইমাম যুহরী (রঃ) সোলায়মান বিন আবদুল মালেকের মজলিসে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তথায় আগমন করে। সোলায়মান আগন্তককে বললেন,

আমি শুনতে পেয়েছি তুমি আমার দুর্নাম করছ। আগন্তুক এ অভিযোগ অস্বীকার করে। তখন সোলায়মান বললেন, আমি নির্ভরযোগ্য লোক থেকে এ কথা শুনেছি।

সোলায়মানের কথায় হযরত ইমাম যুহরী (রঃ) বললেন, হে সোলায়মানা যে বলেছে, অমুক আপনার দুর্নাম করেছে, মন্দ বলেছে, সে চোগলখোর। আর চোগলখোর কখনোই বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য হয় না।

অহংকারের কারণে গীবত

আল্লাহ তা'আলা বলেন: অর্থাৎ- 'তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমিনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।" - সূরা: বানী ইসরাঈল-৩৭।

ইবনু মাসউদ রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না। -মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ৫১০৮।

অহঙ্কার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের হীন ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন, কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষা এই যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

আবার অনেক সময় নিজের রূপ সৌন্দর্য, গঠন আকৃতি ইত্যাদির জন্য অহংকার প্রকাশ করা এবং এ সব বিষয়ে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা- এ থেকেও অনেক সময় গীবত হয়ে থাকে।

নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক এবাদত্তের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মোত্তাকী বলে ভাবা, যারা এবাদত করে না, অথবা কম করে,

তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন এরূপ বলা- অমুক লোক এবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গোনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম- উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার।

হাসি তামাসার ছলে গীবত:

হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাদ্দলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। অথচ ইবনু আব্বাস রযিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করবে না। তার সাথে বিদ্রুপ করবে না এবং তাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা খেলাফ (ভঙ্গ)

করবে না। -তিরমিযী, আনওয়ারুল হাদীস নং ৫৮৮।

অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

প্রতিকার:

হাসিঠাট্টাজনিত কারণে যে মানুষের গীবত করে, তার জানা আবশ্যক, দুনিয়ায় যে অনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, কেয়ামতে সে হাসিঠাট্টার পাত্র হবে। মানুষকে হাসানোর জন্য যদি কেউ দুনিয়ায় অন্যকে ঠাটা মস্করা করে, তা হলে আজকে যাকে ঠাঁটা মস্করা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন সাধারণ সমাবেশে তাকে ঠাট্টা মস্করা করা হবে।

মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণে গীবত:

কেউ কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তার গীবত করে, তার সম্পর্কে অভিযোগ অনুযোগ করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে।

প্রতিকার

জেনে রাখা আবশ্যক, কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ এবং তার গীবত করা নিষিদ্ধ। অকারণে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ একেবারেই নির্বুদ্ধিতা এবং আহমকীর পরিচায়ক। কেননা, প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত। যে বিষয়ে আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে চলেছি, হয়ত তা সে মুসলমানের মাঝে নেই।

• রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

-'পোষিত ধারণা কখনও সভা এবং কখনও বিভ্রান্তিকর হয়। সুতরাং নিদকধারণার উপর নির্ভর করা অনুচিত।" -(তাফসীর দোররে মনসূর)

আমরা অপরকে অবজ্ঞা- ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা করে ফেলি। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শাইভন এর সাথে ঋতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

• কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে. এই লোকটি থেকে এরুণ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

• কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন বাক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে ভার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

• আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুণ রাগ বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে রাগ বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে। -গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান আল্লামা মওদুদী ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা

গীবতের ক্ষতি

বান্দার জীবনে গীবতের প্রভাব অনেক। বান্দার পারিবারিক,সামাজিক জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি আখিরাতের জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়.।যা বান্দার আমলের খাতাকে কে শূন্য করে। নিচে গীবতের বিভিন্ন ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১.গীবত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণঃ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে গিবত নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়। যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। অধিকন্তু আল্লাহর নাফরমানির অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর নাফরমানি মানুষের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

২.গীবত রাসুলেরও অসন্তুষ্টির কারণঃ

গিবতের ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অসন্তুষ্ট হন। এমনদি এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতার শামিল। কারণ, মানুষকে গিবত থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুকাল সন্নিকটবর্তী হলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্যে করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও গিবত হতে নিষেধ করেন এবং গিবতকারীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবাবী বলে ইরশাদ করেন।

৩.দুআ কবুল হয় নাঃ

১. সর্বদা কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করো। অথচ সে অনুযায়ী আমল করো না।

২.মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার মুখে করলেও তোমাদের জীবনে সবকিছু রাসুলের পরিপন্থী। ভালোবাসার স্বাভাবিক দাবি তো এটাই যে, তাঁর আদর্শে তোমরা নিজেদেরকে আদর্শবান করতে।

৩.মৃত্যু এক অবধারিত সত্য। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। একথা তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। অথচ অন্তরে তোমাদের মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। মৃত্যুর ভয় থাকলে সেজন্য অবশ্যই তোমরা প্রস্তুতি নিতে।

৪. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন শয়তান তোমাদের চির শত্রু। অতএব, শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থেকো। অথচ শয়তানকেই তোমরা নিজেদের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছো।

৫. তোমরা জাহান্নামের কথা মুখে আলোচনা করো ঠিকই, কিন্তু জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টা তোমাদের মধ্যে নেই।

৬.জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ঠিকই করো, কিন্ত জান্নাতের জন্য তোমাদের কোনো ব্যাকুলতা নেই।

৯. সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমরা মানুষের গিবত ও দোষ চর্চা শুরু করো, অথচ নিজেদের দোষ সম্পর্কে থাকো সম্পূর্ণ উদাসীন।

এরপরও কী তোমাদের দুআ কবুল হতে পারে? আল্লাহর করুণা লাভের যোগ্যই বা হতে পারো কীভাবে?

৪.নেক আমলগুলো কবুল হয় না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا النَّارُ فِي الْيُبْسِ بِأَسْرَ مِنَ الْغِيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ.

আগুন শুকনা বস্তুর উপর এতো তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, যতো তাড়াতাড়ি গিবত নেক আমলের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
হযরত খালিদ ইবনে মিদান রহ. হযরত মুআয রাদি.-কে বললেন, 'হে মুআয এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করুন, যা আপনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে শুনেছেন। হযরত খালিদ ইবনে মিদান রহ.-এর কথায় হযরত মুআয রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু কাঁদতে লাগলেন। এরপর দীর্ঘ একটি হাদিসের কিছু অংশ বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-'হে মুআজ। যারা আমলের সংরক্ষক এবং যেসব ফেরেশতা আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন,কখনো এমন হয় যে, ফেরেশতারা কারো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের নেক আমলসমূহ আসমানে নিয়ে যান, আর সে আমলসমূহ সূর্যের মতো চমকাতে থাকে। আমলবাহী ফেরেশতা প্রথম আসমানে উপনীত হয়ে তা দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রথম আসমানে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, সমানে আমল আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মার এবং তাকে ক্ষমা করা হয়নি বলে সংবাদ দাও। কেননা, সে মুসলমানের গীবত করতো। সুতরাং তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন-

وَاللَّهِ الْغِيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي الْجَسَدِ.

আল্লাহর শপথ! জখম শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চাইতেও গিবত দ্রুতগতিতে মুমিনের দীনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫.আমলনামা থেকে নেকি কমে যায়

হযরত আবু উমামা বাহেলি রহ. বলেন-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُرَاي فِيْهِ حَسَنَاتٌ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّ لِي كَذَا فَيُقَالُ لَهُ هُذَا بِهَا اغْتَابَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ لَهُ تَشْعُرُ.

কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষের হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামায় নেকি দেখে খুশি হবে। আর যখন গোনাহের প্রতি দৃষ্টি পড়বে, তখন অস্থির হবে। কিছু লোক নিজেদের আমলনামায় এমন নেকিসমূহ দেখতে পাবে যা তারা দুনিয়ায় করেনি। তারা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'ইয়া আল্লাহ! এসব

নেককাজ তো আমরা করিনি। এগুলো কীভাবে আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভূক্ত হলো?' আল্লাহ বলবেন, 'তাদের আমলনামা থেকে এসব নেকি মিটিয়ে তোমাদের আমলনামায় লিখে দেয়া হয়েছে আর তাদের গিবত সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না।

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ مُنْشِرًا فَيَقُولُ يَارَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتِي كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِي صَحِيفَتِي فَيَقُولُ لَهُ مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ

الناس.

কিছু লোক কিয়ামতের মাঝে খোলা আমলনামায় লাভ করবে। তারা নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে, 'ইয়া আল্লাহ! আমরা দুনিয়ায় অমুক ভালোকাজ করেছি, সেগুলো কোথায় গেলো, আমার আমলনামায় সেগুলো তো দেখছি না?' জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'যেহেতু দুনিয়ায় তুমি মানুষের গীবত করেছিলে, সে কারণে তোমার সেসব ভালোকাজ আমলনামা থেকে মুছে যাদের গীবত করেছো, তাদের আমলনামায় দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

আল্লাহ তায়ালা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না।

সুতরাং যার উপর যা হক পাওনা থাকবে, তিনি তা আদায় করে দেবেন। তাই কেউ কারো গীবত করলে, তার নেকি নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে, তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, একদিন আমি হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ-এর মজলিসে বসা ছিলাম। লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.- এর গীবত শুরু করে। আমি হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আবু হানিফা রহ.-এর মর্যাদা বিস্ময়কর। তিনি কারো গীবত করেন না, কারো দুর্নাম করেন না।'

জবাবে সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'জ্ঞানবান বিবেকসম্পন্নদের অবস্থা এমনই। তারা নিজেদের পুণ্য কর্মসমূহের উপর অন্যদেরকে চাপান না। কারো গিবত করেন না। (তাম্বিহুল গাফিলিন)

৬.আমলনামায় পাপ বৃদ্ধি পায়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন-

فِيهَا ثَلَاثَةُ افَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَه إِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فِي

الْحَسَنَاتِ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ.

তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, তাতে তিনটি বিপদ রয়েছে। এক, গিবতকারীর দুআ কবুল হয় না।

দুই, তার কোনো নেককাজই কবুল হয়।

তিন. তার আমলনামায় পাপাধিক্য হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে একখানে একত্র করে ঘোষণা করবেন, যে কারো নিকট কোনো হক পাওনা আছো, সে আসো। তখন প্রত্যেকেই খুশি হবে এবং পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্ত্রীর নিকট হক দাবি করবে। এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.

যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক মিটে যাবে এবং প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে অধিকার দাবি করবে।

৭.কিয়ামতের দিন হিসাব কঠিন হবে

হযরত আলি রাদি. বলেন-

হাশরের মাঠে হিসাব কিতাবের বারোটি মঞ্জিল হবে। প্রতিটি মঞ্জিলে একটি করে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে কারো গীবত করে থাকে তবে তাকে হাজার বছর দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আর অন্যরা নির্বিঘ্নে তার পাশ কেটে চলে যাবে জান্নাতে।

হযরত দাউদ তাই রহ. একবার কোনো এক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরে লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে, এখানে একদিন আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছিলাম। তাই আমার এ অবস্থা হলো।

(এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন)

৮.কবরের আযাব বৃদ্ধি পাবে

হযরত কতাদা রাদি. সূত্রে বর্ণিত, এক তৃতীয়াংশ কবরের আযাবের কারণ হবে গীবত।

৯.গীবতের অপর নাম মুনাফিক

জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর গীবত করলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাজ্জাজ এখানে উপস্থিত থাকলে কি তুমি তাকে মন্দ বলতে?' সে বললো, 'না।'। তখন হযরত ইবনে উমর রাদি. বললেন, 'একে আমরা মুনাফিকি বলে মনে করতাম।'

১০.গীবতকারীর বিশ্বস্ততা হারিয়ে যায়

যে জনসম্মুখে কারো গীবত করে, তার বিশ্বস্ততা চলে যায়। যাদের সম্মুখে গীবত করা হয়, তারা মনে করে, লোকটির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, সে অনির্ভরযোগ্য। সে আজ যেমন আমাদের সামনে অমুকের গীবত করছে, তেমনি অন্যদের সামনেও আমাদের গীবত করে থাকে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত যাহেদ রহ.-এর সম্মুখে কারো গীবত করলে তিনি বললেন, 'ওহে! তুমি আমার সামনে কারো গীবত করে তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে মন্দ ধারণা পোষণকারী বানিয়ো না।'

১১.গীবতের অপর নাম জুলুম

একব্যক্তি এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বললেন, 'আমাকে কিছু কল্যাণকর উপদেশ দিন।' জবাবে জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন

لَا تَجُفْ رَبِّكَ وَلَا تَجُفِ الْخَلْقِ وَلَا تَجُفْ نَفْسَكَ.

তিন বিষয় নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও।

১. আল্লাহর উপর জুলুম করো না। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না। এমনকি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করো না।

২. গীবত করে মানুষের উপর জুলুম করো না।

৩. ফরয আদায়ে ত্রুটি করে, ইবাদতে কমতি করে নিজের উপর জুলুম করো না।

১২.গীবতে শয়তান খুশি হয়

একদিন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম শয়তানকে দেখতে পেলেন, তার এক হাতে মধু এবং আরেক হাতে ছাই রয়েছে। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম শয়তানকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয়তান বললো, 'এ ছাই আমি এতিমদের চেহারায় নিক্ষেপ করি, যাতে তাদের চেহারা বিশ্রী হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে, তাদের খোঁজ-খবর না রাখে। আর এ মধু আমি গীবতকারীদের মুখে নিক্ষেপ করি। কেননা, আমি গীবতকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত হয়ে থাকি।

উল্লেখ্য, শয়তান খুশি হওয়ার এখানে দুটি কারণ রয়েছে-

এক. শয়তান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য, তাই তার প্রতি আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত। সুতরাং শয়তানের সন্তুষ্টি আল্লাহ তায়ালার ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ।

দুই. শয়তান মানুষের প্রাণের শত্রু। কেননা, সে সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের ইমান ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লেগে থাকে, যা প্রকারান্তরে মানুষের জীবন হরণের চাইতেও বেশি ক্ষতিকর।

** তাম্বিহুল গাফিলিন।

• মুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুন্তাখাবুন নাফায়িস, গীবত অধ্যায়।

১৩.গীবতে রোযা মাকরুহ হয়

গীবতকারী রোযাদার হলে তার রোযা মাকরুহ হয়ে যায়। সুফিয়ান সাওরি রহ. এর মতে গীবত করার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

একবার রোযা অবস্থায় দু'জন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. এর সঙ্গে জোহর ও আসরের নামায পড়ছিলেন। আসরের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'তোমরা দু'জন পুরনায় অযু করে নামায কাযা করে নাও। তারা অবাক হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-চারটি কাজ এমন রয়েছে, যার ফলে রোযা ভেঙ্গে যায়।
১. গীবত। ২. চোগলখোরি। ৩. মিথ্যা বলা। ৪. যে মহিলাকে দেখা বৈধ নয়, তার দিকে তাকানো। এগুলো সকল অপকর্মের মূলকে সতেজ করে, যেভাবে গাছের গোড়াকে পানি সজীব করে রাখে।

(তাম্বিহুল গাফিলিন)

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়-

১. মিথ্যা বলা।

২. চোগলখোরি করা।

৩. গীবত করা।

৪. মিথ্যা কসম করা।

৫. কামনার সাথে নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকানো।

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন-

خَصْلَتَانِ تُفْسِدَانِ الصَّوْمَ وَالْغِيْبَةُ وَالْكِذْبُ.

এমন দুটি স্বভাব রয়েছে, যার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, রোযা অবস্থায় গীবত করা এবং মিথ্যা বলা।

(এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন)

১৪.গীবত অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়

গীবত করার অর্থ একজন মুসলমানের গোপন দোষ মানুষের সামনে প্রকাশ করা। অথচ কারো গোপন দোষত্রুটি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং তা মানুষকে অবহিত করা খুবই গোনাহের কাজ, কিন্তু বর্তমানকালে এ গোনাহ খুবই ব্যাপক রূপ নিয়েছে। তাই মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা উচিত।

*. তাম্বিহুল গাফিলিন।

ইমাম গাযযালি রহ. বলেন

وَاحْذَرُ صُحْبَةً أَكْثَرِ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقِيلُونَ عَشْرَةَ وَلَا يَغْفِرُونَ ذلِك وَلَا يَسْتُرُونَ عَوْرَةً يُحَاسَبُوْنَ عَلَى النَّقِيرِ وَالْقِطمِيرِ وَيَعْمَلُونَ
عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .

এমন লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করো না, যারা মানুষের অক্ষমতা গ্রহণ করে না, কোনো অন্যায় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে না, সামান্য ব্যাপারেও ঈর্ষা-বিদ্বেষ পোষণ করে, সামান্য বিষয়ে জিদ করে, মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন করে না, সকলের নিকট অন্যের দোষ প্রকাশ করে দেয়। তবে যে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, তার গিবত করা বৈধ।
হযরত উমর রাদি. বলেন

لَيْسَ لِفَاجِرٍ حُرْمَةٌ.

'প্রকাশে প্যাপাচারীর কোনো সম্মান-মর্যাদা নেই, তার গিবত বৈধ।
আল্লাহ আমাদের সকলকে গীবতের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন

গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কিছু উপায়

গীবত থেকে বেঁচে থাকার কিছু পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করতে পারি। নিম্নে তা দেয়া হলো।

১। জবানের নিয়ন্ত্রন:

মানুষের ভাল-মন্দ নির্ভরশীল তার যবানের উপর। সে যদি নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তবে তা তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হবে। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি ও বিশৃংখলার মূল হচ্ছে এ যবান। আবার সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও সহনশীলতার মূলও হচ্ছে যবান।

যারা মুমিন তারা বুঝে-শুনে পরিণতির কথা চিন্তা করে কথা বলবে। কারণ মহাবিচারের দিন মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নেয়া হবে।

আর মানুষের কথা রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد - ما يلفظ من قول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা কাফ-১৭,১৮)

যবান মানুষের জন্য এমন একটি হাতিয়ার যা তলোওয়ার থেকেও ধারালো। তলোওয়ার দ্বারা আঘাত করলে যতখানি ক্ষতি হয়, কথার দ্বারা আঘাত করলে তার চেয়েও হাজারগুণ বেশি ক্ষতি হয়।

তাই আমাদের রাসূল (সা:) সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন- "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিয়া থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (মুসলিম হা: ১৭১)

আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল বলেছেন-

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا في جهنم

'বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গষ্টি রয়েছে, অথচ সে এর গুরুত্ব জানে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

পক্ষান্তরে বান্দা কোন কোন সময় এমন কথাও বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার অসক্তষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার অনিষ্টতা সম্পর্কে জানে না। কিন্তু ঐ কথার কারণেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(বুখারী হা: ৪৬৭৮)

সকল অঙ্গের মধ্যে জিহ্বা সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূলা আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলুন যার উপর আমি আমল করব। তিনি বললেন, তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর এর উপর অটল থাক। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসের ভয় করেন? তখন রাসূল তার জিয়া ধরে বললেন, এটা। (তিরমিযী হা: ২৪১০)

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কেবল সেসব কথা বলা যেসব কথার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে। যদি কোন কথার মধ্যে উপকারিতা না থাকে তবে উত্তম হল সে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ অনেক সময় জায়েয কথার মধ্য দিয়ে হারামের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে।

যবান ব্যবহারের উত্তম ক্ষেত্রসমূহ নিচে দেয়া হলো:

১. শিক্ষামূলক আলোচনা বা বক্তৃতার ক্ষেত্রে।

২. পরস্পর ইলম চর্চা করার ক্ষেত্রে।

৩. অপরকে ইলম শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে।

৪. পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া মীমাংসা করার ক্ষেত্রে।

৫. সৎ কাজের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে।

৬. অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে।

৭. কাউকে উত্তম পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে।

৮. মানুষকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে।

আমাদের উচিত সর্বক্ষেত্রে কথা বলার সময় যবানকে হেফাযত করতে হবে।

২। রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা:

সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখতে হবে। কেননা মানুষ যখন কারো প্রতি রাগান্বিত হয়, তখন অন্য মানুষ সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকে যার অধিকাংশই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

নবীজি (সা.) একবার সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা অধিক শক্তিশালী মনে করো?' তাঁরা উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে।' নবী করিম (সা.) বললেন, সে প্রকৃত বীর নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে

দেয়, বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।' (বুখারি: ৫৬৮৪)

৩। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা:

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই মানুষ একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর যখন একে অপরের সাথে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়, তখনই মানুষ গীবতে শিপ্ত হয়। অতএব আমাদের উচিত গীবতকে পরিহার করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৪। অহংকার থেকে বিরত থাকা:

অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আহাহর কাছে তওবা করতে হবে। কেননা আগুন যেমনিভাবে কাঠকে খেয়ে ছেলে ঠিক তেমনিভাবে অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে মানুষ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

৫। কুরআনের সাথে সময় বায় করা:

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। প্রতিদিন বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি গড়েছিলে। যখনই কুরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তা শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وَالْصِلُّوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের উপর

করুণা বর্ষিত হয়।

(সূরা আরাফ- ২০৪)

৬। যাচাই বাছাই করে কথা বলা:

আমাদের নিকট শুনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথভাবে যাচাই বাদাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেন-

كفى بالمرء كذبًا أَن يُحدث بكل ما سمع

'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই প্রচার করে।" (মুসলিম হা: ৭)

৭। গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা

কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতে হবে, যাতে করে কোনটা গীবত আর কোনটা গীবত না তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করে গীবতের মত বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায়।

৮। আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা:

আত্মপ্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে হবে।

৯। অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা:

কারো কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাট্টা, উপহাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যে বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছি তা গীবতের মধ্যে পড়ছে কি না। যদি তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এসব করছে তাদেরকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। এভাবে নিজেকেও গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং নিজের কর্ণকেও গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে। এ রকম চলতে থাকলে একসময় গীবত বা দোষচর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ!

১০। তাকওয়া:

সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র এ তাকওয়াই মানুষকে সর্ব প্রকার নাফরমানী ও গোনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাণ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ঐ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেমন: জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো বোনের সাথে যেনার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর যখন ঐ মহিলা বলল, ভাই! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্বের বন্ধন ছিন্ন করো না। তখন তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই ঐ জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন, শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তার সামনে দিল না।' আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে আর গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাথেই নেকির কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"

১৯। সৎ সঙ্গী গ্রহণ:

ভাল-মন্দ সথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজনাই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এজন্যই রাসূল বলেন,

'সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে (মিষ্ক) আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হন্দে কামারশালার (হাফরের) ন্যায়। অতএব (মিস্ক) আভর বহনকারী হয়ত তোমাকে একটু আভর (লাগিযে) দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, ভাও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।"

১২। মরণের স্মরণ:

মৃত্যুর ভীষণ ব্যখাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণসন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

১৩। পরকালের পাথেয় সংগ্রহ:

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাণ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

১৪। সালফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ:

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র দু'একটি উল্লেখ করা হল-

যেমন- উমার ইবনুল খাত্তাব (রা:) বলেন, "তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ক মহৌষধ।"

আলী ইবনুল হুসাইন (রা:) জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে নিম্ন দেখে বলেন, 'গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরুণী কুকুরের তরকারী (খাদ্য)।"

আবু আদেম বলেন, গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনই কারো গীবতে লিপ্ত হইনি।

অনুরূপভাবে মায়মুন ইবনে সিয়াহ-এর অবস্থা দেখুন, "মায়মুন ইবনে দিয়াহ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। তিনি গীবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।"

জনৈক ব্যক্তি হাসান বাদরী (রাহেমাহুল্লাহ)-কে বলেন, 'আপনি আমার গীবত করেছেন, জবাবে তিনি বলেন, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁঘেনি যে, আমি আমার নেকিতে আপনাকে অংশীদার করব?' অর্থাৎ গীবত করলে নিজের পূণা দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে অতএব নিজের নেকি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দু'জনই আমার নেকি পাওয়ার অধিক হকদার।"

১৫।নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা :

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় কিনবা রাতে ঘুমানোর আগে আত্মসমালোচনা করা। গীবত প্রবনতা দূর করতে প্রয়োজনে চেকলিস্ট তৈরি করা।

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত

কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুর করে, আল্লাহ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ করে বা আশা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান- সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সাহায্য-সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা

করে আল্লাহ তাকে সেই স্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।"

অপর এক হাদীসে এসেছে-

রাসূলে করীম বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র থেকে রক্ষা করে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা ফিরিস্তা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি দোষ-ত্রুটি বর্ণনার দ্বারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের উপর কঠিন পুলসিরাতে আটকে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারবে।"

সাহাবায়ে কেরামের রীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাযালী (রঃ) বলেন-

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল, তাঁরা কারো সাথে মিলিত হতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করতেন না। এমন করতেন না যে, কারো সম্মুখে প্রশংসা এবং সেছনে দুর্নাম করবেন। এটা তাঁরা উত্তম আমল মনে করতেন।

যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি অনুসরণ করে চলবে তারা জান্নাতে। আর যারা তাঁদের রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দুর্গন্ধময় ঝক্কাবায়ু প্রবাহিত হয়। তিনি এরশাদ করলেন, এ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণ, মোনাফেকরা কোন মুসলমানের গীবত করেছে। - (খাবানাতুর রেওয়ায়াত)

সাহাবী হযরত সোলায়মান বিন জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু হিতোপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ "যদি কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত কর তবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত কর। পশ্চাতে তার গীবত করো না-দোষ বর্ণনা করো না।"

- (এহইয়াউল উলূম)

কারো সাক্ষাতে তাকে খুশী রাখা এবং অনুপস্থিতিতে তার গীবত না করাই সম্ভরিত্র। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-
* নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের উপর রয়েছেন।"

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত রূপ প্রশংসা করার কারণ, তিনি সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করতেন, যদিও সে কাছের হোক এবং পশ্চাতে তার গীবত করতেন না। বরং কারো দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার দোষ বর্ণনা করতেন। কিন্তু এমন লোকও সাক্ষাতে আসলে তিনি অভান্ত সয়াবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন।

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম

হযরত ওহায়ব মক্কী (রঃ) বলেন-

আমার নিকট গীবত পরিহার এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম হওয়ার কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। আর আখেরাতে' দুনিয়ার কোন বস্তু মিলবে না; বরং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর কারণে মানুষ আখেরাতে শুধু দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনাই লাভ করবে। পক্ষান্তরে গীবত পরিহারের সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আর আখেরাতে যে সওয়াব লাভ করবে সেই আনন্দিত উৎফুল্ল হবে। তাই হযরত ওহায়ব (রঃ) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম বলেছেন।

গীবতের কাফফারা

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

-গীবতের কাফ্ফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

- গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন? তিনি জবাবে এরশাদ করেন- -কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

-কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে।
আল্লাহ তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে।.
-(আহমদ--আততারগীব ওয়াততারহীব)

যার নামে গীবত করা হয়েছে উক্ত ব্যাক্তির কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

গীবত করলে বান্দার হক্ক নষ্ট হয়। আর কেউ বান্দার হক্ক নষ্ট করলে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না উক্ত বান্দা ক্ষমা করে দিচ্ছে। কিন্তু যদি হক্ক নষ্ট কারী ঐ বান্দা পরবর্তীতে খালিছ নিয়তে তাওবাহ করে ফেলে এবং আল্লাহর দয়া হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সে বান্দা কে খুশী করে দিবেন যার হক্ক দুনিয়াতে নষ্ট হয়েছিলো এবং আল্লাহ তা'আলা উক্ত বান্দাকে সেই হক্ক নষ্টের গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আর সেই বান্দা আল্লাহ কাছে বিচার দায়ের করবে না।

এখন কথা হলো খালিছ নিয়তে বিশুদ্ধ তাওবাহ করার পদ্ধতি বা সূরত কি?
তাওবাহ কবুল হওয়ার শর্ত হলো, আল্লাহর হক্ক সম্ভলিত বিষয় হলে আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে আহাজারি করা, মিনতি করা।
আর বান্দার হক্ক হলে, সেই হক্ক কে আদায় করে দেয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। সেজন্য এর পিছনে সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করা। যদি নিজ সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও উক্ত বান্দার হক্ককে আদায় করা সম্ভব না হয়, বা ক্ষমা না পাওয়া যায়, তাবে আল্লাহর নিকট নিজ সেই চেষ্টার কথা তুলে ধরে সমাধান চাওয়া এবং ভবিষ্যতে কোনো বান্দার হক্ক নষ্ট না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
নিয়ত বিশুদ্ধ থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তাওবাহকে কবুল করে নেবেন এবং উক্ত গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিবেন।

গীবতের মাধ্যমে কারো হক্ক নষ্ট করলে এভাবেও তার নিকটে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারেন যে, শরয়ী দিবস যেমন ঈদ, আশুরা,ইত্যাদিতে তার নিকট গিয়ে বলা ভাই/বোন! আমরা এক সাথে চলাফেরা করেছি। ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান না থাকায় আমাদের চলাফেরায় একজন অন্যজনের কত হক্কই না নষ্ট করেছি। আপনি না করলেও আমি অবশ্যই করেছি। দয়া করে আজকের এই পবিত্র দিনে আমাকে যাবতীয় হক্ক নষ্ট করার গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিন। এভাবে ক্ষমা করিয়ে নিবেন। হ্যা ভবিষ্যতে আর এরকম কাজ কখনো করবেন না। তবেই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

এক্ষেত্রে মাফ চাওয়া সম্ভবপর না হলে বা দুস্কর হলে সেক্ষেত্রে সে যার গীবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এবং এভাবে দোয়া করবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ :اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ .رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ".

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গীবতের কাফফারাহ্ হলো, গীবতকারী যার গীবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো।
(আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৪৭৮,মেশকাত ৪৮৭৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এসেছেঃ

(إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ) গীবতের কাফফারার মধ্য হতে এটি একটি। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবাহ্ করার পর গীবতের কাফফারার মধ্যে একটি হচ্ছে :

(أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ) তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

(تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ) এ কথা বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। (এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদি গীবতকারী দলবদ্ধ জামা'আত হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে)

হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা তখন হবে যখন গীবত তার নিকট না পৌঁছে। যদি গীবত তার কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে অবশ্যই তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি নিতে হবে এভাবে : তার নিকট গিয়ে উক্ত কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবে। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিজ্ঞা করবে যে, যখনই তাকে পাবে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইবে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলেই তার ওপর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি এ সমস্ত কাজ করতে অপারগ হয় গীবতকৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার কারণে বা তার অনুপস্থিতির কারণে সেক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করবে এবং প্রতিপক্ষকে নিজ দয়ায় যেন সন্তুষ্ট করে দেন সেই প্রার্থনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

-কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে। (আহমদ-আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসুলুল্লাহ সা.-এর ক্ষমা

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে দাঁড়িয়ে সাহাবায়েকেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজ আমাকে তোমাদের নিকট সঁপে দিচ্ছি। যদি আমার দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাক, আমি যদি কারো শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি করে থাকি, তাহলে আজ আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিয়ে নাও। মাফ করতে চাইলে তাও করতে পার। কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যেনো আমার যিম্মায় তোমাদের কোনো অধিকার অবশিষ্ট না থাকে।'

এবার বলুন, সরদারে দোআলম, সায়্যিদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, মানবজাতির মহান আদর্শ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরাম যাঁর ইশারার অপেক্ষায় থাকতেন। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকতেন। আজ স্বয়ং তিনিই বলছেন, 'যদি আমি কারো উপর কোনো অন্যায় করি, যদি কারো হক নষ্ট করি, তাহলে সে যেনো প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।' এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! একবার আপনি আমার কোমড়ে আঘাত করেছিলেন। আমি প্রতিশোধ নিবো।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটুও বিরক্ত হলেন না, বরং বললেন, 'এসো প্রতিশোধ নাও। তুমিও আমার কোমরে আঘাত করো।' সাহাবি রাদি. এগিয়ে গেলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যখন আঘাত করেছিলেন, আমার কোমর উন্মুক্ত ছিলো। কোমরে তখন কোনো কাপড় ছিলো না। তাই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে হলে আপনিও কাপড় উন্মুক্ত করুন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন চাদরাবৃত। বললেন, 'আমি চাদর তুলে ধরছি।' এ বলে তিনি চাদর সরিয়ে নিলেন। সাহাবিও সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি আবেগাপপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর 'মহরে নবুওয়াত' অর্থাৎ নবুওয়াতের সিলমোহরকে চুমো দিলেন। তারপর বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! বেয়াদবি মাফ করবেন। আমি শুধু এজন্য এ কাজটি করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ)

এখন ভেবে দেখুন, আমার আর আপনার স্থান কোথায়? তাই আমরা যদি অন্যের নিকট ক্ষমা চাই, তাহলে আমাদের কী অসুবিধা হবে? হতে পারে, আল্লাহ এ অসিলায় আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে যখন আমরা কাজটি করবো, তখন হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দিন।

আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা

মুমিনের সকল কাজে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা, তার প্রতি আশা- আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মানুযায়ী আখেরাতে সে সকল কাজের প্রতিদান সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হওয়ার ভাবনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে এবং কেবলই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই কেউ যদি কাউকে ঘৃণা করে বা ক্রোধপরবশ হয়, তবে তা অতি উত্তম একটি কাজ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে দুনিয়াবী কল্যাণ হাসিলের উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে বা ঘৃণা করে, তা হলে তা নিতান্তই অর্থহীন এবং আখেরাতে এর জন্যে রয়েছে কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা।

আল্লাহর জন্যে কাউকে ভালোবাসায় কোনোরকম সমস্যা নেই, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

সাত শ্রেণীর লোক, যাদের আল্লাহ তাআলা কেয়ামাতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া হবে না। তন্মধ্যে এমন দুজন থাকবে, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা রাখত।

অন্য এক হাদিসে এ-কথাও বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে তার উচিত, তাকে তার ভালোবাসা সম্পর্কে অবিহিত করা।(বুখারী)

অতএব, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাউকে ভালোবাসা এবং সে ভালোবাসার কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে অতি উত্তম একটি কাজ। তবে আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর ওয়াস্তে কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হলে বা ঘৃণা পোষণ করলে

* সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫১২৪

কিংবা অভিমান ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় গীবত জড়িয়ে পড়ি। লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণটা সেখানে অধিক হয়ে যায়।

উদাহরণ-স্বরূপ মনে করুন, আপনার সামনে কাউকে গালি দেওয়া হচ্ছে বা আপনি শুনেছেন কাউকে গালি দেওয়া হয়েছে। গালি দেওয়া চরম পর্যায়ের গর্হিত, নিন্দিত এবং পাপের কাজ। এখন আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি যদি বলেন, অমুক ব্যক্তি খুবই খারাপ কাজ করেছে বা করছে যেটা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। আপনি সহমর্মিতার দরুন তার উপর ক্রোধ বা অভিমান ব্যক্ত করতে গিয়ে তার নামোল্লেখ করলে তা গীবত হয়ে যায়। তবে নাম উল্লেখ না করলে তা গীবত হবে না।

এখানে করণীয় এবং সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, আরেকজনের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি রাগ বা অভিমান প্রকাশ না করা। কেননা, আপনি নামোল্লেখ না করে কাউকে কোনোকিছু বলতে গেলে সেটা তার নিকট খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। আর নামোল্লেখ না করে কাউকে কিছু বলতে গেলে, আগ্রহবশত সে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, ব্যক্তিটি আসলে কে? তখন হয়তো ভুলবশত তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামও বলে দিতে পারেন। এখানে বলার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়।

অতএব, কাউকে কোনো খারাপ কাজ করতে দেখলে, শুনলে কিংবা সরাসরি তার কাছে গিয়ে আপনার রাগ-অভিমান ব্যক্ত করুন। তাকে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলুন যে এ কাজটা তো নিন্দনীয়। তা হলে উক্ত ব্যক্তিও সংশোধন হওয়ার সুযোগ পেল এবং আপনিও গুনাহ মুক্ত থাকতে পারলেন। আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা আর অভিমানও পরিশুদ্ধ থাকল।

আসুন আড্ডায় জান্নাত খুঁজি

আমাদের অনেক সময় হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া বড় কোনো ব্যাপার নয়। একটু অসতর্কতা বা বেখেয়ালি মনে অতিরিক্ত আড্ডায় মত্ত হলেই কখন কার গীবত করে ফেলি তা অনেক সময় নিজেদেরই খেয়াল থাকে না। বেখেয়ালি মনে হঠাৎ ঠাট্টা করতে গিয়ে অনুপস্থিত বন্ধুকে নিয়ে করে ফেলি দোষ-চর্চা।

মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ-আড্ডা যেন গীবতের ছড়াছড়ি। বিশেষ করে গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে গীবতের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। দু-চারজন একসাথে হলেই শুরু হয় একে অপরের দোষ-চর্চা। সাধারণত গীবত সম্পর্কিত খুব বেশি না জানার দরুন এমনটা হয়ে থাকে। তা হলে এখন গীবত পরিহারে কি আমাদের আড্ডা পরিত্যাগ করতে হবে? না। আড্ডা পরিত্যাগ করতে হবে না, বরং সে আড্ডাকে গীবতের মাধ্যম না বানিয়ে বানাতে হবে জান্নাতি পরিবেশ। হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন, জান্নাতি পরিবেশ। আড্ডাও জান্নাতি পরিবেশ হয়ে যায় যখন, সে আড্ডাজুড়ে ছড়িয়ে থাকে যিনি আড্ডায় উপস্থিত থাকার তাউফিক করে দিয়েছেন সে মহান
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাহাবিদের নিয়ে বসতেন, আড্ডা দিতেন, মজা করতেন, হাসতেন; কিন্তু আড্ডাজুড়ে থাকত না কোনো গীবত, মজা করতে গিয়ে বলতেন না কোনো মিথ্যা। আড্ডাজুড়ে থাকত কেবলই রবের প্রশংসার ফুলঝুরি।

গীবত পরিহারে করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে আমাদের উচিত, আড্ডায় মানুষের দোষ নিয়ে কথা না বলা, কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে খারাপ ধারণা পোষণ না করা। আড্ডায় কারো দোষের কিছু এলে তা এড়িয়ে যাওয়া এবং অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা। এক্ষেত্রে আড্ডায় দু-চারজন উপস্থিত হলে আমরা আগে সবার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জানতে পারি। সবাই ভালো আছে কিনা, সুস্থ আছে কিনা, কোনো সমস্যায় আছে কিনা, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি, সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি নিয়ে যার যার ভাবনা প্রকাশ করতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত নিয়ে ভাবতে পারি, সাহাবিদের জীবন নিয়ে ভাবতে পারি। তাদের জীবন থেকে কী ধরনের শিক্ষা পাওয়া

যায় তা আলোচনা করতে পারি, কুরআন নিয়ে আলোচনা করতে পারি, হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

এভাবে আড্ডায় এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে দেখাযাবে আড্ডায় যেমন আনন্দ তেমনি জ্ঞানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছেন, ভাবতে পারছেন-আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসায় ভরে যাচ্ছে হৃদয়।

সহায়ক গ্রন্থ

গীবত

ইমাম গাযালী (র)

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

গীবত ও চোগলখোরির ধ্বংসলীলা

শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী হাফিযাহুল্লাহ

শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশাবন্দী হাফিযাহুল্লাহ

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)

গীবত বা পরনিন্দা

সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

গীবত ও তওবা

গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি

সম্পাদনা

সংকলনে

মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল |

শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

গীবত

ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

গীবত

মূল : সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখভী (রঃ)

আত্মার ব্যাধী গীবত

ওবায়দুল ইসলাম সাগর

যুগের আপদ গীবত ও নামীমা

মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম

মাসায়েল

আই ফতোয়া